দৈনিক
ইত্তেফাক

20 AUG 1996

ছাত্রলীগের এফ. রহমান ও ফজলুল হক হল দখল ॥ ক্যাম্পাসে ব্যাপক গোলাগুলী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার॥ ছাত্রলীগের একটি অভ্যন্তরীণ গ্রুপ কর্তৃক ফজলুল হক হল দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল (সোমবার) গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও পুলিশের মধ্যে তুমুল (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

হল দখল

(১ম পৃঃ পর)

সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলাকালে ২০/৩০ রাউন্ড গুলী এবং ১৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস সেল বর্ষণের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ঘটনার জের ধরিয়া ছাত্রলীগ কর্মীরা এ.এফ রহমান হলও দখল করিয়া নিয়াছে এবং কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করে। তাহারা কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে হল হইতে বাহির করিয়া দেয়। উল্লেখ্য, ইহার পূর্বে গতকাল দুপুরে ছাত্রলীগ ফজলুল হক হল দখল করে। জানা যায়, ফজলুল হক হল দখলমুক্ত, শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে অবস্থানরত অছাত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্রদল গতকাল রাত সাড়ে ১০টায় এফ রহমান হল হইতে ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বাহির করে। ভিসি বাসভবনমুখী মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সম্মুখে আসিলে ৩টি ধাবমান মোটর সাইকেল হইতে ৪/৫ জন তরুণ মিছিল লক্ষ্য করিয়া ১০/১২ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করিয়া ফুলার রোড দিয়া চলিয়া যায়। এসময় মিছিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। মিছিল হইতে বোমাবাজি করা হইলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। শুরু হয় পুলিশ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া। ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে থাকে। পুলিশ পালটা টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় জহুরুল হক হল এলাকা হইতে থামিয়া থামিয়া গুলী বর্ষিত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা এফ রহমান হল দখল করিয়া নেয় এবং ছাত্রদল কর্মীদের প্রায় ১০টি কক্ষ ভাংচুর করে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশের আগমন ঘটিলে পরিস্থিতি শান্ত হইয়া আসে।

পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ভিসির বাসভবনে গিয়া ভিসির নিকট ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। ভিসির বাসভবনের সম্মুখে এক প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রদলের নয়া সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী সোহেল

সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করিয়াছে। অবিলম্বে তাহারা এফ রহমান হল ও ফজলুল হক হল ছাত্রলীগের দখল মুক্ত করার দাবী জানান।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত সাড়ে ১২টা) ছাত্রদল কর্মীরা ভিসির বাসভবনের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট পালনরত ছিল। অপরদিকে, ছাত্রলীগ কর্মীরা জহুরুল হক হল ও এফ. রহমান হলের সম্মুখে অবস্থান নিয়াছিল। পরিস্থিতি ছিল প্রচন্ড বিস্ফোরণোন্মুখ।

এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল আজ বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলায় এক সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে।

পূর্ববর্তী খবরে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের তরুণরা গতকাল ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ফজলুল হক হল দখল করিয়া নিয়াছে। গতকাল ছাত্রলীগের একদল সশস্ত্র তরুণ ফজলুল হক হলে গিয়া ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হুমকি দেয় এবং গালিগালাজ করিয়া হলে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে মারধর করা হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

জানা যায়, গতকাল ছাত্রদলের নয়া কমিটি ঘোষণার পর কমিটিতে স্থান না পাইয়া শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের কয়েকজন কর্মী ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। ইহার পর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রলীগের তরুণরা অতর্কিতে ফজলুল হক হলে প্রবেশ করে এবং হল দখল করিয়া নেয়। তাহারা ছাত্রদলের কর্মীদের কয়েকটি কক্ষ তছনছ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই ঘটনার পর গতকাল রাতে ছাত্রদলের নয়া সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেলের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা-কর্মী ফজলুল হক হলে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাহাদের সহিত অশোভন আচরণ করে। এদিকে ছাত্রদলের নয়া কমিটির সভাপতি শহীদ উদ্দিন এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল গতকাল এক বিবৃতিতে হল দখল ও হামলার নিন্দা জানাইয়া বলেন, বিনা উস্কানিতে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ফজলুল হক হলে হামলা চালাইলে ছাত্রদল কর্মী শিবলী লতিফ, মিলনসহ ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। তাহারা হলের অনেক কক্ষ তছনছ করিয়াছে। বর্তমানে এই হলের গেটে রাজধানীর দাগী খুনী-মাস্তানরা পাহারা বসাইয়াছে। সাধারণ ছাত্রদের হল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।